দুর্বল, শক্তিহীন, দরিদ্র

মুসলিমদের মর্যাদা- আল্লাহর অনুগ্রহে তিনজন শিশুর দোলনায় কথা বলা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানুর রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ

"দুর্বল, শক্তিহীন, দরিদ্র মুসলিমদের মর্যাদা-আল্লাহর অনুগ্রহে তিনজন শিশুর দোলনায় কথা বলা।"

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ১৮ কাহাফ, আয়াতঃ ২৮

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ

তুমি নিজেকে ধৈর্য সহকারে রাখবে তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভাকামনা করে

তাদের হতে তোমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিও না।

একটি হাদীসঃ বুখারী ৪৯১৮, ৬০৭২, ৬৬৫৭, মুসলিম ২৮৫৩,তিরমিযী ২৬০৫,ইবনে মাযাহ্ ৪১১৬, আহমদ ১৮২৫৩।

হযরত হারিসা ইবনে ওহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ(সাঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ কোন প্রকারের ব্যক্তি জান্নাতি হবে আমি কি তোমাদের জানাব না? তারা হল, প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি যাকে লোকেরা শক্তহীন ও তুচ্ছ মনে করে। সে যদি আল্লাহর উপর নির্ভর করে শপথ করে তবে আল্লাহ তা পরিপূর্ণ করবেন। কোন প্রকারের ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে তা সম্পর্কে আমি কি তোমাদের জানাব না? তারা হল উদ্ধত, অবাধ্য ও অহংকারী ব্যক্তি।

আরও একটি হাদীস

২৫৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (বনী ইসরাঈলের মধ্যে) তিন ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই দোলনায় কথা বলেনি। (এক) ঈসা ইবনে মারইয়াম এবং (দুই) সাহেবে জুরাইজ ।[৩৬] জুরাইজ একজন আবেদ বান্দা ছিলেন। তিনি নিজের জন্য একটি খানকাহ্ তৈরি করে সেখানেই অবস্থান করছিলেন। সেখানে তার মা আসলেন। এ সময় তিনি নামাযে রত ছিলেন। তার মা বললেন, হে জুরাইজ! তখন তিনি (মনে মনে) বলেন, হে প্রভু! আমার মা ও আমার নামায। জুরাইজ নামাযেই রত থাকলেন। তার মা চলে গেলেন। পরবর্তী দিন তার মা আসলেন। এবারও তিনি নামাযে মগ্ন ছিলেন। তার মা তাকে ডাকলেন, হে জুরাইজ! তিনি (মনে মনে) বলেন, হে প্রভু! আমার মা ও আমার নামায। তিনি নামাযেই রত থাকলেন। পরবর্তী দিন এসেও মা তাকে নামাযে রত অবস্থায় দেখলেন। তিনি ডাকলেন, হে জুরাইজ! জুরাইজ বলেন, হে প্রভু! আমার মা ও আমার নামায। তিনি তার নামাযেই ব্যস্ত থাকলেন। তার মা বললেন, হে আল্লাহ! একে তুমি যেনাকারী নারীর মুখ না দেখা পর্যন্ত মৃত্যু দিও না।

বনী ইসরাঈলের মধ্যে জুরাইজ ও তার ইবাদাতের চর্চা হতে লাগল। এক ব্যভিচারী নারী ছিল। সে বেশ রূপ-সৌন্দর্যের অধিকারিণী ছিল। সে বলল, তোমরা যদি চাও আমি তাকে (জুরাইজকে) বিভ্রান্ত করতে পারি। সে তাকে ফুসলাতে লাগল, কিন্তু তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করলেন না। অতঃপর সে তার খানকাহ্র কাছাকাছি এলাকায় এক রাখালের কাছে আসল। সে নিজের উপর তাকে অধিকার দিল এবং উভয়ে যেনায় লিপ্ত হল। এতে সে গর্ভবতী হল। সে বাচ্চা প্রসব করে বলল, এটা জুরাইজের ফসল। বনী ইসরাঈল (ক্ষিপ্ত হয়ে) তার কাছে এসে তাকে খানকাহ থেকে বের করে আনল, খানকাহটি ধূলিসাৎ

করে দিল এবং তাকে মারধর করতে লাগল। জুরাইজ বলেন, তোমাদের কি হয়েছে? তারা বলল, তুমি এই বেশ্যার সাথে যেনা করেছ। ফলে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তিনি বলেন, শিশুটি কোথায়? তারা বাচ্চাটিকে নিয়ে আসল। জুরাইজ বলেন, আমাকে একটু সুযোগ দাও, নামায পড়ে নিই। কাজেই তিনি নামায পড়লেন। নামায শেষ করে তিনি শিশুটির নিকট এসে তার পেটে খোঁচা মেরে জিজ্ঞেস করলেন, হে শিশু! তোমার পিতা কে? সে বলল, আমার পিতা অমুক রাখাল। উপস্থিত লোকেরা তখন জুরাইজের দিকে আকৃষ্ট হল এবং তাকে চুমো দিতে লাগল। তারা বলল, এখন আমরা তোমার খানকাহ্‌টি সোনা দিয়ে তৈরি করে দিচ্ছি। তিনি বলেন, দরকার নেই, বরং পূর্বের মত মাটি দিয়েই তৈরি করে দাও। অতঃপর তারা তার খানকাহ্‌টি পুনর্নির্মাণ করে দিল।

(তিন) একটি শিশু তার মায়ের দুধ পান করছিল। এমন সময় একটি লোক দ্রুতগামী ও উন্নত মানের একটি পশুতে সওয়ার হয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তার পোশাক-পরিচ্ছদও ছিল উন্নত। শিশুটির মা বলল, হে আল্লাহ! আমার ছেলেটিকে এই ব্যক্তির মত যোগ্য করো। শিশুটি দুধপান ছেড়ে দিয়ে লোকটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, অতঃপর বলল, হে আল্লাহ! আমাকে এ ব্যক্তির মত করো না। (রাবী বলেন), আমি যেন এখনও দেখছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুটির দুধ পানের চিত্র তুলে ধরছেন এবং নিজের তর্জনী মুখে দিয়ে চুষছেন। তিনি (নবী) বলেন ঃ লোকেরা একটি বাঁদীকে মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছিল আর বলছিল, তুমি যেনা করেছ এবং চুরি করেছ। মেয়েলোকটি বলছিল, আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই আমার উত্তম অভিভাবক। শিশুটির মা বলল, হে আল্লাহ! তুমি আমার সন্তানকে এ ভ্রষ্টা নারীর মত করো না। শিশুটি দুধপান ছেড়ে দিয়ে মেয়েলোকটির দিকে তাকাল, অতঃপর বলল, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এই নারীর মত বানাও।

এ সময় মা ও শিশুর মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। মা বলল, একটি সুঠাম ও সুন্দর লোক চলে যাওয়ার সময় আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমার সন্তানকে এরূপ যোগ্য করে দাও। তুমি প্রতিউত্তরে বললে, হে আল্লাহ! আমাকে এর মত করো না। আবার এই ক্রীতদাসীকে লোকেরা মারধর করতে করতে নিয়ে যাচ্ছে এবং বলছে, তুমি যেনা করেছ এবং চুরি করেছ। আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমার সন্তানকে এরূপ করো না। আর তুমি বললে, হে আল্লাহ! আমাকে এরূপ করো। শিশুটি এবার জবাব দিল, প্রথম ব্যক্তি ছিল স্বৈরাচারী যালিম। সেজন্যই আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমাকে এ ব্যক্তির মত করো না।

আর এই মেয়েলোকটিকে তারা বলল, তুমি যেনা করেছ। প্রকৃতপক্ষে সে যেনা করেনি। তারা বলল, তুমি চুরি করেছ; আসলে সে চুরি করেনি। এজন্যই আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমাকে এই মেয়েলোকটির মত কর।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আল্লাহর রাসুলের অবাধ্য হওয়া, শিরক করা, উদ্ধত ও অহংকারী আচরণ করা, দরিদ্র ও দুর্বলদেরকে তুচ্ছ মনে করা অত্যন্ত খারাপ কাজ জঘন্য পাপ কাজ। আল্লাহ আমাদেরকে এ সমস্ত পাপ কাজ থেকে রক্ষা করুন।

আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....